চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২৯ জুন ২০২২

সেনিটেশন কার্যক্রমের ব্রিফিং অনুষ্ঠানে মেয়র
পরিকল্পিত নগরায়নে সেনিটেশন কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ এর সাথে মিল রেখে চট্টগ্রাম নগরীকে সেনিটেশনের কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। নগরীর উন্নয়ন ও নগর পরিকল্পনা কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। দেশের অর্থনীতি ও সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় রেখেই নগর সাজানোর পরিকল্পনা নিতে হয়। পরিকল্পিত নগরায়নে সেনিটেশন কার্যক্রমকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। নগরবাসীর নিরাপত্তা ও সুস্থতার জন্য সেনিটেশন সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করতে হবে। চসিকের সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের উদ্যোগে নগরীর পাড়া, মহল্লায় উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সেনিটেশন সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টি করা গেলে এর সুফল পাওয়া যাবে। আজ সকালে চসিকের বাটালী হিলস্থ অস্থায়ী নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে ইউনিসেফের উদ্যোগে সেনিটেশন কার্যক্রমের ব্রিফিং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ইউনিসেফের চীফ ফিল্ড অফিসার মাধুরী ব্যাণার্জীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন প্যানেল মেয়র আফরোজা কালাম, বর্জ্য ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর মোবারক আলী, প্রফেসর ড. তানভীর আহমদ জাহেদ জুরী, ড. ইমাম হাসান, চসিক নগর পরিকল্পনাবিদ আবদুল্লাহ আল ওমর। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন, সংরক্ষিত কাউন্সিলর জোবাইরা নার্গিস খান, লুৎফুন্নেছা দোভাষ, জেসমিন পারভীন জেসী, ফেরদৌসী আকবর, জাহেদা বেগম পপি, আনজুমান আরা, হুরে আরা বিউটি, তসলিমা বেগম নুরজাহান, শাহীন আক্তার রোজী, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাসেম প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ছাড়া সেনিটেশন কার্যক্রমের সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সেনিটেশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলাদা জনবল নেই। পরিচ্ছন্ন বিভাগের মাধ্যমে এই কাজ সম্পাদন করা হয়। প্রয়োজনে এই কার্যক্রমের জন্য আলাদা একটি সেল গঠন করা যায়। এ ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন বিভাগকে আমি নির্দেশনা প্রদান করা হবে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, সেনিটেশন সর্ম্পকে অনেকের ধারনা না থাকার কারণে নিজের বাড়ী নির্মাণ করতে গিয়ে সেফটি ট্যাংক নালা বা খালের সাথে সংযুক্ত করে দেয়। সেফটি ট্যাংক পরিস্কার করতে হয় এই ধারনাও অনেকের নেই। এই জন্য সচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত জরুরী। এখন থেকে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ওয়াসা ও পরিবেশ অধিদপ্তর সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করলে সেনিটেশন কার্যক্রমের সফলতা আসবে বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন।

বর্জ্য ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর মোবারক আলী বলেন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন ২০২২-এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে বর্জ্য অপসারণের জন্য পৃথক তিনটি রং এর বিন ব্যবহারের, সেই সাথে যেখানে সেখানে ময়লা আর্বজনা ফেললে ২ লাখ টাকা জরিমনা, ২ বছর কারাদন্ড বা উভয় দন্ড প্রয়োগ করার বিধানও রয়েছে। এই আইন সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন হলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শৃংঙ্খলা আসবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সভাপতির বক্তব্যে মাধুরী ব্যাণার্জীর বলেন, বাংলাদেশে ১২টি সিটি কর্পোরেশন আছে। সিটি কর্পোরেশনগুলোতে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৮% শতাংশ মানুষের বসবাস। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রায় ৬০ লাখের অধিক মানুষ বসবাস করে। কর্মসংস্থান ও দুর্বিপাকের কারণে দিন দিন নগরীতে ভাসমান মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই ভাসমান মানুষ গুলো স্বল্প আয় ও হতদরিদ্র, যার ফলে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি জনিত সমস্যায় ভুগে। এদের সবাইকে নিয়ে সেনিটেশনের কাজ করতে হবে। আমরা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নেতৃত্বে সেনিটেশন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পূর্ণ করতে পারব বলে আশা রাখি।

চসিকের উদ্যেগে কোরবানীর জবাইকৃত পশুর চামড়া সংরক্ষনে সমন্বয় সভায় অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম বলেছেন, কোরবানীর পশুর চামড়া নগরীর আশে পাশের উপজেলা থেকে যাতে নগরীর সরবরাহ করা না হয় সে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে সার্বিক দয়িত্ব নিতে হবে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা পর্যায়ে চেয়ারম্যাদের সমন্বয়ের ম্যাধমে আলোচনা করে কোরবানীর পশুর চামড়া উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে সংরক্ষণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। আজ বুধবার বিকালে চসিক অস্থায়ী নগরভরনের সম্মেলন কক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে নগরীতে কোরবানীর জবাইকৃত পশুর চামড়া সংরক্ষনের এক সমন্বয় সভায় সভাপতির বক্তব্য তিনি একথা জানান।

সিটি মেয়রের একান্ত সচিব ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেমর সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন উপ-সচিব রুহুল আমিন, চসিক বর্জ্য ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর মোবারক আলী, জেলা প্রশাসনের এডিএম মোছাম্মৎ সুমনী আক্তার, ডিআইজি প্রতিনিধি পুলিশ সুপার হাসান বারী নুর, মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী কমিশনার মো. নুরুল আবছার ভূঁইয়া, বিভাগীয় কমিশনারের প্রতিনিধি মোহাম্মদ মইনুল হোসেন চৌধুরী, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল মতিন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাজী নুরুল হক, আবদুস সালাম মাসুম, মো. নুরুল আমিন, এসরারুল হক, চামড়া আড়তদার সমিতির আবদুল কাদের, আবুল কালাম আজাদ, বিসিকের প্রতিনিধি নিজাম উদ্দিন, চসিক নির্বাহী প্রকৌশলী আবু ছিদ্দীক, পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব শর্মা, শেখ হাসান রেজা, মো. আলী আকবর, কল্লোল দাশ, আবু তাহের ছিদ্দীক প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে মোহাম্মদ শহীদুল আলম জানান, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুয়ায়ী চট্টগ্রাম জেলায় প্রায় ৮ লাখ ৫০ হাজার পশু কোরবানী হবে। এর মধ্যে মহানগরীতে প্রায় দেড় থেকে ২ লক্ষ পশু জবাই হতে পারে। নগরীতে কোরবানীতে জবাইকৃত পশুর চামড়া লবণ জাত করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং কোরবানের দিন থেকে পরের দুইদিন পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে লবণজাত করে চামড়া সংরক্ষন করে রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষ করে কোরবানের দিন উপজেলা থেকে নগরীতে কোন কাঁচা চামড়া যেন প্রবেশ না করে সেই ব্যাপারে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বিভাগীয় কমিশানার ও জেলা প্রশাসকের ম্যাধমে উপজেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যাদের অংশগ্রহণের মধ্যমে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। অনুরূপভাবে পুলিশের ডিআইজি ও পুলিশ সুপার, মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ম্যাধমে চামড়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করণ, চামড়া মওজুদের স্থান নির্ধারণে সহযোগিতা করণ ও চামড়া পরিবহনের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সভায় নগরীর যত্রতত্র কোরবানীর পশুর চামড়া ও চামড়ার উচ্ছিষ্ট অংশ না ফেলার জন্য নগরবাসীর প্রতিও অনুরোধ করা হয়।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পবিত্র ঈদুল আযহাকে সামনে রেখে কোরবানী পশুর বর্জ্য অপসারণের জন্য এক লক্ষ পলিব্যাগ সরবরাহ করা হবে বলেও জানানো হয়। এই পলিব্যাগ পশুর বর্জ্য ভর্তি করে নিদিষ্ট স্থানে রাখা হলে চসিকের পরিচ্ছন্ন কর্মীগণ তা অপসারণ করবেন

নির্মল রঞ্জন গুহের মৃত্যুতে
সিটি মেয়রের শোক

বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমটির নির্মল রঞ্জন গুহের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। তিন এক শোক বার্তায় বলেন, নির্মল রঞ্জন গুহ অত্যন্ত সৎ, মেধাবী ও নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে দেশবাসী একজন দেশপ্রেমিক মানব সেবককে হারালো। মেয়র তাঁর আত্মার শান্তি ও শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত

অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা পরিবেশের কারণে হোটেল মুন স্টারকে
১ লক্ষ ২০ হাজারসহ ১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ বুধবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী'র নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা পরিবেশ কারণে এবং কর্মরত কর্মীদের হেলথ ফিটনেস সনদ না থাকায় সদরঘাটস্থ হোটেল মুন স্টারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অপর এক অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন পরিচালিত অভিযানে নগরীর পোর্ট কানেক্টিং সড়ক ও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা পরিচালনা এবং মালামালসহ নির্মাণ সামগ্রী রেখে জনসাধারণের চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ১১ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৪৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই আদালত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় ২ ব্যক্তিকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩